বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কুরআন ও হাদিসের আলোকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	জাহান্নাম	৩
২.	জাহান্নামের বিভিন্ন নাম	৪
৩.	জাহান্নামের বিশালতা	৫
৪.	জাহান্নামের তাপ ও শীতের প্রচন্ডতা	৬
৫.	জাহান্নামীদের কম শাস্তি	৬
৬.	জাহান্নামীদের আকার আকৃতি	৭
৭.	অন্ধকার	৮
৮.	জাহান্নামীর পানীয়	৮
৯.	জাহান্নামীদের খাবার	১০
১০.	জাহান্নামীদের পোশাক ও বিছানাপত্র	১১
১১.	জাহান্নামীদের শাস্তি	১২
১২.	জাহান্নামীদের হাতুরি শৃঙ্খল ও বেড়ি সমুহ	১৮
১৩.	জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুর আলোচনা	১৯
১৪.	সালাফদের কান্না	২০
১৫.	সালাফদের রাত্রিগুলো	২০
১৬.	হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর নসিহা	২১
১৭.	সালাফদের দুনিয়া বিমুখতা	২১
১৮.	সালাফদের সতর্কতা	২১
১৯.	জাহান্নামীদের ঝগড়া বিবাদ	২১
২০.	অবাধ্য পাপীরা অভিসম্পাত করবে	২১
২১.	নেতৃবর্গ ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ	২২
২২.	সর্ব শেষ কিছু কথা	২২

❖ জাহান্নাম

আমার মহান রবের সেরুপ প্রশংসা করছি যেরুপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার আসহাবের উপর।

জাহান্নাম একটি ভয়ঙ্কর জায়গা। এটি একটি দুঃখের কারাগার। কষ্টের অতল দড়িয়া। জাহান্নামের আযাব এবং শাস্তির কথা বলে শেষ করা যাবে না। যে ব্যাথা খুবই মারাত্বক।

জাহান্নামের নির্যাতনে চিৎকার, দুঃখ, হতাশা, উদ্বেগ, ভয়, আঘাত ব্যথা ক্ষতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু তারা সেখানে কোনদিন মৃত্যু বরণ করবে না।

জাহান্নামের আযাব কখনো শেষ হবার নয়। যাকে বলা হয় ব্যথার পর ব্যথা, যন্ত্রনার পর যন্ত্রনা। চিৎকার আর আর্ত চিৎকার, কুৎসিত আর বীভৎসরুপ। জাহান্নাম সম্পর্কে সামান্য বর্নণা শুনেই সবার হৃদয় আঁতকে উঠে। হৃদয়ে আঘাত অনুভব করে, খুব বেশি ভয় পায়। এ বেদনায়ক স্থানে কেউ যেতে চায় না।

মানুষ জাহান্নাম দেখেনি, জাহান্নামের ঘ্রাণ পায়নি বা জাহান্নামের গর্জনও শুনেনি। বর্ণনার চেয়েও জাহান্নাম আরও বেশি ভয়াবহ হবে। সে কারনেই মহান রব আমাদের জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য বরাবর আদেশ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে মুমিনগণ তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োযিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বাভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ তাদের কে যা আদেশ করেন পালনে। তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই পালন করে। (সুরা : আত তাহরিম-৬)

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জাহান্নামের চেয়ে বেশি ভয় ভীতি অন্য কোনো বিষয়ে প্রদর্শন করেননি। এমনকি তিনি ও জাহান্নামের উষ্ণতা ও অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ব্যাপারেও সংবাদ দিয়েছেন। জাহান্নামের খাবার ও পানীয় কি হবে তাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। জাহান্নামের শৃঙ্খল ও শাস্তির আলোচনা করেছেন। তার ফুটন্ত পানি, পুঁজ, বেড়ি এবং পোশাকের কথা বর্ণনা করেছেন।

আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জাহান্নামের আযাবের ভয়াবহতার কথা বার বার স্মরন করে গিয়েছেন। তিনি জাহান্নামের কথা আলোচনা করতেন এবং সেখানে প্রবেশের ব্যাপারে সতর্ক করতেন এবং সেখান থেকে মুক্তির ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তিনি দোয়া করতেন আল্লাহ যেন তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। নু'মান ইবনে বাশীর বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أنذرتكم النار
أنذرتكم النار، أنذرتكم النّار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي
قدا، لسبعة أهل الشوق، حتّى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাষনের ভেতরে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে দোযখের ভয় দেখিয়েছি, আমি তোমাদের দোযখের ভয় দেখিয়েছি, আমি তোমাদের দোযখের ভয় দেখিয়েছি। একথা তিনি

বলতেই থাকলেন এমনকি যদি তিনি এখানে হতেন তা হলে বাজারের লোকেরা তার কথা শুনত তার গায়ে চাদর ছিল সেটা তার পায়ের কাছে পরে গেল। (মুসতারদাক হাকেম, হাদীস ১০৫৮)

আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এতো বেশি সতর্ক করেছেন যাতে আমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা প্রচেষ্টা করি।

কুলাইব ইবনু হুযনুল জারমি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلاَ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ . وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَيَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ وَهُوَ مَدَنِيٌّ

“জাহান্নাম থেকে নিজেকে আত্মরক্ষাকারী ব্যাক্তি কখনো ঘুমায় না। সুতরাং তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী জান্নাত অন্বেষণ করো এবং সাধ্যানুযায়ী জাহান্নাম থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করো।”

(আস সুনান, তিরমিযি-২৬০১)

- **জাহান্নামের বিভিন্ন নাম**

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’য়ালা কুরআনে জাহান্নামের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- জাহান্নাম, লাজা, হুতামা, সাইর, হাবিয়া, জাহীম, সাকার।

- **জাহান্নাম**

  এটি জাহান্নামের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম, যেমন আল্লাহ অপরাধীদের সম্পর্কে বলেছেন,

  يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

  সেদিন তাদরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা মেরে দিয়ে যাওয়া হবে। (সুরাঃ তুর-১৩)

- **লাজা**

  লাজা হলো জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড, এ অগ্নিকুন্ড থেকে জাহান্নামের আগুনের শিখা বের হবে এবং দেহগুলোকে পুড়িয়ে ফেলবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

  كَلَّا إِنَّهَا لَظَى , نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى

  “কখনো নয়, নিশ্চয় এটা লাজা (অগ্নিশিখা) যা চামড়া তুলে ফেলবে। (সুরাঃ আআরিজ-১৫,১৬)

- **হুতামা**

  হুতামা শব্দটির অর্থ চুর্ণ করা, ধ্বংস করা এবং ভেঙে ফেলা। জাহান্নামের আগুনের প্রচন্ড তাপ এবং তীব্রতা আগুনের একাংশ অপরাংশকে চুর্ণ বিচুর্ণ করবে এবং সেখানে যারা থাকবে তাদেরকেও চুর্ণ বিচুর্ণ করে ফেলবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

  كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ○ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

  الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ○ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ○ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

  “কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়, আর কিসে তোমাকে জানাবে হুতামা কি? আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন। যা হৃদপিন্ড পর্যন্ত পৌছে যাবে। নিশ্চয় তা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে প্রলম্বিত স্তম্ভ সমূহে। (সুরা হুমাযাহ-৪-৯)

- **সাইর**

আগুনকে প্রচন্ড ভাবে প্রজ্জলিত করাকে সাইর বলে। ছোট ছোট কাঠ দিয়ে যখন আগুনকে তীব্র করা হয় তখন আরবরা তাকে সাঈর বলে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

আর এভাবেই আমি তোমার উপর আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি যাতে তুমি মূল ডানপাশ ও তার আশ পাশের বাদিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পরো, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আর অন্য দল থাকবে জ্বলন্ত আগুনে। (সুরা: শুরা-৭)

- **<u>হাবিয়া</u>**

  কোন গভীর স্থানে পতনশীল বস্তুকে হাবিয়া বলে সুতরাং জাহান্নামীদের বাসস্থান হাবিয়া এবং তাদের ঠিকানা আগুনের আবাস জাহান্নাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

  وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ

  "আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া। আর তোমাকে কিসে জানাবে হাবিয়া কি? প্রজ্জ্বলিত অগ্নি" (সুরা: কারিআ ৮-১১)

- **<u>জাহীম</u>**

  জাহীম শব্দের অর্থ আগুনের তীব্র প্রজ্জ্বলন। আগুন যখন প্রচন্ড প্রজ্জ্বলনে দীর্ঘ শিখাময় হয়ে ওঠে তখন তাকে জাহীম বলা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

  "(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে), ওকে ধর, তারপর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহীমে নিক্ষেপ করো।" জাহান্নামের পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, এই গুনাহগার অপরাধীকে ধর এবং বেড়ি দিয়ে হাত ঘাড়ের সাথে বেধে তাকে জাহীমে নিক্ষেপ করো। যাতে সে জাহান্নামের তাপ অনুভব করে। (সুরা হাক্ক-৩০,৩১)

- **<u>সাকার</u>**

  আরবরা ঐদিনকে সাকারের দিন বলে। যেদিন সূর্যের তাপ খুব প্রখর হয়। জাহান্নামে তাপ তীব্র হবে বলেই তার এক নাম সাকার। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

  "সেদিন তাদরেকে উপর করে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নেওয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের ছোঁয়া আস্বাদন কর।" (সুরা কামার-৪৮) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝
  মহান আল্লাহ আরো বলেন- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

  "অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো। কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে। তার উপর রয়েছে উনিশজন প্রহরী।" (সুরা: মুদাসসির- ২৬-৩০)

❖ **<u>জাহান্নামের বিশালতা</u>**

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত তিনি বলেন-

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفا، فالآن انتهى إلى قعرها»

আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আকস্মাৎ কোন জিনিস পড়ার শব্দ শুনলাম। তখন তিনি বললেন তোমরা জানো এটা কি? আমরা বললাম,"আল্লাহ ও তার রাসুল ভালো জানেন।" তিনি বললেন,

‘এটা ঐ পাথর, যা আল্লাহ তা’য়ালা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন’ এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় পৌছালো। (সহীহ মুসলিম-২৮৪৪)

সত্তর বছর (এতো দীর্ঘ সময়) এই পাথর নিচে পড়তে থাকে এই গভীর দুরত্ব পাড়ি দিয়ে সে জাহান্নামের তলদেশে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। জাহান্নামের গভীরতা কতো? মানুষের সীমাবদ্ধ বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কল্পনাও করতে পারবে না। জাহান্নামকে টেনে হিচড়ে নিয়ে আসা হবে আল্লাহ তা’য়ালার আরেক সৃষ্টি ফেরেশতার মাধ্যমে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يؤتى بجهنم يومين لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها.

“যেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। সেদিন সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের জন্য নিয়োজিত থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা এগুলো ধরে থাকবে।”

জাহান্নাম এক মুহুর্তের জন্যও নিজের কাজ করা থেকে বিরত হবে না। যত মানুষই তার অভ্যন্তরে দেওয়া হোক, সে তাতে পরিতৃপ্ত হবে না। যত মানুষই তাতে প্রবেশ করুক, তার মাঝে কোন ভিড় থাকবে না। যতক্ষন না পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে থামাবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

.عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَحَاجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَتْ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا

“আল্লাহ তা’য়ালা জাহান্নামের ওপর নিজ পা রাখার আগ পর্যন্ত তা পরিপূর্ণ হবে না। যখন আল্লাহ সেখানে পা রাখবেন, তখন সে বলবে, আর না, আর না, যথেষ্ট।” তখন সে পরিপূর্ন হবে এবং একাংশ অন্য অংশের সাথে মিলিত হবে। বস্তুত আল্লাহ তা’য়ালা তাঁর সৃষ্টির কারও প্রতি জুলুম করবেন না।” (সহিহুল বুখারি ৪৮৫০, সহিহ মুসলিম-২৮৪৬, মুসনাদু আহমদ ৮১৬৪)

- ❖ <u>জাহান্নামের তাপ ও শীতের প্রচন্ডতা</u>

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ " فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ".

“তোমাদের এ আগুন, বণী আদম যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। তা জাহান্নামের তাপের সত্তর ভাগের একভাগ। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিলো। তিনি বললেন এটকে উনসত্তর গুন বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের মতো। (সহিহ মুসলিম-২৮৪৩)

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

“আর বাম দিকের দল কত হতভাগ্য বাম দিকের দল তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচন্ড উত্তপ্ত পানিতে, আর প্রচন্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, যা শীতলও নয় সুখকর নয়। (সুরা ওয়াকিয়া: ৪১-৪৪)

“হুজ্জাতুল ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সমতুল্য নয়। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন আযাব হলো এই আগুনের আযাব, তাই জাহান্নামের আগুনের পরিচয় এ মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার আগুন ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে কতই না পার্থক্য রয়েছে। যদি জাহান্নামীরা এ ধরনের আগুন পেত, তাহলে তারা যে আগুনে আছে, তা থেকে পালিয়ে সেচ্ছায় এ আগুনে ঢুকে যেত।” (আল ইহইয়া- ৪/৫৩১)

- ❖ **<u>জাহান্নামীদের কম শাস্তি</u>**

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলা যার যার আমলনামা অনুযায়ী তার বাসস্থান ঠিক করে দিবেন এবং পাপের ধরন অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারণ করে দিবেন। মহান আল্লাহ সবার প্রতি ইনসাফ করবেন। জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তির দিকে খেয়াল করলেও বোঝা যায় জাহান্নামের আযাবের তীব্রতা কতটা বেশি ভয়াবহ আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل متنقل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب ، ومنهم من هو على أرديته مع أجزاء العذاب، ومنهم من هو إلى ترقوته مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتير فيها.

”কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হালকা শাস্তি হবে ঐ ব্যাক্তির যাকে আগুনের দুটি জুতা পড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই জুতা দুটির কারনে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। কেউ জাহান্নামে হাঁটু পর্যন্ত আগুনের মধ্যে থাকবে সাথে থাকবে আযাবের অন্যান্য অংশ। কেউ জাহান্নামে পুরোপুরি আগুনের মধ্যে ডুবে যাবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়িদ- ১৮৬২৮)

বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যাকে সবচেয়ে কম শাস্তি প্রদান করা হবে তারই মনে হবে তাকে মনে হয় সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ‏"‏ ‏.‏

জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি যার হবে, সে আগুনের দুইটি জুতা পরিধান করবে আর এতেই তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে। (মুসলিম হাদিস নং: ৪০৩)

এজন্য আমাদের দ্বীন ইসলামের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করতে হবে।

আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তবে কার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সুরা আলে ইমরান ৮৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي .

"কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম শাস্তিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ বলবেন, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ যদি তোমার কাছে থাকত তাহলে তা কি তুমি মুক্তিপথ হিসেবে প্রদান করতে? তখন সে বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই প্রদান করতাম। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি আদমের পিঠে থাকতেই এর চেয়ে তুচ্ছ বিষয় তোমার কাছে আমি চেয়েছিলাম। তা হলো এই যে তুমি আমার সাথে কাউকে শরিক করো না। কিন্তু তুমি অস্বীকার করেছো এবং আমার সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছো। (বুখারি -৬৫৫৭)

- **জাহান্নামীদের আকার আকৃতি**

বিশাল আকৃতির জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদের দেহ আকারে বড় হবে এবং চামড়া পুরু হবে যাতে তাদের আযাব বৃদ্ধি করা যায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إن غلظ جلد الكافير اثنتان وأربعون ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كتابين مكة والمدينة

নিশ্চয় কাফেরের চামড়ার পুরুত্ব হবে বিয়াল্লিশ হাত এবং দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত। তার বসার জায়গা হবে মক্কা মদিনার স্থানের মতো। (তিরমিজী হাদিস: ২৫৮৭)

তিনি আরো বলেন-

ضرس الكافي، أونات الكافر ، مثل أخي وغلظ جلي ومسيرة ثلاث

"কাফেরদের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো আর চামড়া হবে তিনদিনের রাস্তা। (মুসলিম-২৮৫১/৪৪)

জাহান্নামীদের কঠিন আযাব ও প্রজ্জ্বলনের সাথে তাদের গায়ের রং কুচকুচে কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মহান আল্লাহ বলেন-

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

"আগুন তাদের মুখ পুড়িয়ে দিবে এবং তারা সেখানে থাকবে কুৎসিত চেহারায়" (সুরা মুমিনুন ২৩:১০৪)

জাহান্নামের জাহান্নামীদের চেহারায় এই কুৎসিত দৃশ্য দেখে তাদের দুঃখ বেড়ে যাবে। ফলে তাদের একজন আরেকজন কে দেখার মাধ্যমে তাদের শাস্তি আরও বাড়তে থাকবে।

- **অন্ধকার**

দুনিয়াতে অন্ধকার হলো অজানা ভয় ও আতঙ্কের নাম। অন্ধকার যে কোন বিপদের সংকেত। এই অন্ধকার যখন বান্দার উপর ধেয়ে আসা বিভিন্ন বিপদ ও শাস্তির সাথে যুক্ত হবে, তখন অবস্থা কি হবে? যখন গভীর এ অন্ধকারে ওপর নিচ ডান বাম থেকে শাস্তি আসবে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন-

নিশ্চয় জাহান্নাম হলো ঘন কালো অন্ধকার যেখানে কোন আলো নেই এবং নেই কোন শিখা। একথা আল্লাহ তা'আলার এ বানী থেকে বোঝা যায়-

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ

“আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়।” (সুরা ওয়াকিয়া ৪৩)
অর্থাৎ জাহান্নামের ধোঁয়া আর তা অনেক কালো ও অন্ধকার।

ইমাম জাহহাক রহিমাহুল্লাহ বিষয়টিকে সমর্থন করে বলেন ‘জাহান্নাম কালো, সেখানকার লোকগুলোও কালো এবং সেখানে যা কিছু আছে সবই কালো।

ইবনুল জাওজি রহিমাহুল্লাহ উপদেশ দিয়ে বলে ওহে উদাহরনসরুপ নিজেকে জাহান্নামের কোন প্রান্তে ধরে রাখো। মনে করো, তুমি সেখানে সব সময় কাঁদছো, আর তার দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার ছাদগুলোও আবদ্ধ। আর ভেতরে গভীর অন্ধকার। এমন কোন সাথি নাই যার মাধ্যমে তুমি সান্তনা পাবে এবং এমন কোন বন্ধুও নেই, যার কাছে দুঃখ ব্যক্ত করবে। আরামের জন্য ঘুমানোর কোন সুযোগ নেই। স্বস্তির একটা শ্বাস ও নেই সেখানে।

এজন্য এই দুনিয়াতে থাকতে আমাদের আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা’আলার আনুগত্যের পথে নিয়ে যেতে হবে কারণ আনুগত্য হলো নুর বা আলো এবং অবাধ্যতা হলো অন্ধকার। অবাধ্যতার অন্ধকারই এক সময় জাহান্নামের অন্ধকারে নিয়ে যাবে।

- ❖ **জাহান্নামীর পানীয়**
  - পিপাসা

    পিপাাসা হলো জাহান্নামীদের এক কঠিন আযাব। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

    وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا

    “আর অপরাধীরা পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।” (সূরা মারইয়াম-১৯:৮৬)

    মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সেখানে তারা এক চুমুক পানিও পান করতে পারবে না। এমনকি পিপাসায় তাদের গলা ফেটে যাবে। জাহান্নামের প্রবেশের আগ পর্যন্ত পিপাসার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এসময় আল্লাহ তা’আলা নিজের পর্দা সরিয়ে জান্নাতীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। আল্লাহর দিদার জান্নাতীদের নিকট শরাবের চেয়েও বেশি তৃপ্তিদায়ক স্বাদ আস্বাদন করবে। আর এই দৃশ্য দেখে জাহান্নামীদের শাস্তি আরও কয়েকগুন বেড়ে যাবে। কারন, বিপদগ্রস্থ লোকের সামনে যখন অন্যের সুখের বিষয়টি অজানা থাকে কথন তার জন্য বিপদটি সহজ থাকে। কিন্তু অন্যের সুখ নিজ চোখে দেখে তখন আফসোস কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়। জাহান্নামীরা এই প্রচন্ড পিপাসায় পানির আশা করবে যা আল্লাহ আমাদের কুরআনে বলেছেন-

    وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

    জাহান্নামীরা জান্নাতিদের ডেকে বলবে, “আমাদের ওপর সামান্য পানি নিক্ষেপ করো অথবা আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দান করেছেন তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।” (সুরা আল আরাফ-৭:৫০)

    এরপর আল্লাহ জাহান্নামীদের পান করার অনুমতি দেবেন এবং জাহান্নামীদের নতুন শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে যন্ত্রনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

মহান আল্লাহ জাহান্নামীদের চার প্রকারের পানীয়ের কথা বলেছেন কুরআনে-

- **তীব্র (হামীম) গরম পানি।**

  হামীম হচ্ছে জাহান্নামের আগুনে ফুটানো তীব্র গরম পানি। এই পানি পান করার পর পেটের নাড়িভুঁড়ি সবকিছু গলে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন-

  هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

  “এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে। (সুরা মুহাম্মদ-১৫)

- **তীব্র(গাসসাক) ঠান্ডা পানি**

  গাসসাক হচ্ছে অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি। অধিক ঠান্ডা হওয়ার কারণে কেউ তা পান করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ তা’আলা বলেন-

  هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

  “এ হচ্ছে হামীম ও গাসসাক (অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি)অতঃপর তারা একে আস্বাদন করুক।(সুরা সোয়াদ-৫৭)

- **ক্ষত (সদীদ) স্থানের পুঁজ**

  সদীদ হলো জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে কাফেরের গোশত ও চামড়া থেকে যা বিগলিত হয়ে গড়িয়ে পড়বে সেই পুঁজ। মহান আল্লাহ বলেন-

  مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
  مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

  “এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে। সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেয়ে আসবে অথচ সে মরবে না আর পরেও রয়েছে কঠিন আযাব। (সুরা ইবরাহীম-১৬,১৭)

  অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও ঘন গওয়ার কারনে ঢোক গিলতে পারবে না। কেননা এই পানিতে থাকবে রক্ত ও পুঁজের সংমিশ্রণ।

- **গাদের মতো (মুহল) দুষিত পানি।**

  ইবনে আব্বাস রাঃ কে মুহল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা হলো ঘন তেলের তলানির মতো। মুহল তেল ও শরবতের তরল বস্তুর নিচে যেমন দুষিত গাদ জমে, জাহান্নামীদেরকে যে পানি পান করতে দেওয়া হবে, তা যাইতুন তেলের গাদের মতো দেখা যাবে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“আর বল সত্য তোমদের রবের পক্ষ থেকে সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ইমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফুরি করে। নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি। যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে

বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদের কে দেওয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মতো, যা চেহারা গুলো ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কি মন্দ বিশ্রামস্থল। (সুরা কাহফ-২৯)

এই বিভিন্ন ধরনের পানীয় জাহান্নামী লোকজন নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে ঢোকে ঢোকে পান করবে। বিস্বাদ ও উত্তপ্ত হওয়ার কারণে তারা এগুলো গিলতে পারবে না। তারপর যখন জোর করে গিলবে তখন নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

❖ <u>জাহান্নামীদের খাবার</u>

জাহান্নামে লোকজন মারাত্মক শাস্তিতে চিৎকার করবে, কাঁদবে, সাহায্য চাইবে এবং ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে খাবার চাইবে। তখন এমন খাবার উপস্থিত করা হবে যার কারণে তাদের দুঃখ দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দেবে।

- **কাঁটাযুক্ত (দরী) তৃনলতা**

  এটা এমন প্রকারের কাঁটা যা বিস্বাদ ও ভয়ংকর হওয়ার কারণে জীবজন্তুও খায় না।

  মহান আল্লাহ বলেন-

  لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

  "তাদের জন্য কাঁটা বিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। তা মোটা তাজাও করবে না এবং ক্ষুধা নিবারণও করবে না। (সুরা গাশিয়া-৬,৭)

  জাহান্নামীরা যখন খাবার চাইবে তখন তাদের জন্য দরী তথা কাঁটাযুক্ত তৃণলতা উপস্থিত করা হবে। 'দরী' হচ্ছে এক প্রকার তিতা কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। এ দরী তাদের ক্ষধা মিটাবে না এবং তাদেরকে মোটাতাজাও করবে না।

- **গিসলীন (রক্ত, পুঁজ, পানির মিশ্রণ)**

  গিসলীন হলো জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত, পানি ও পুঁজের সমষ্টি।

  মহান আল্লাহ বলেন- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ

  "অতএব আজ এখানে তার কোনা অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না। আর ক্ষত নিংসৃত পুঁজ ছাড়া কোনো খাদ্য থাকবে না, অপরাধীরাই শুধু তা খাবে। (সুরা হাক্কঃ ৩৫-৩৭)

  মহান আল্লাহ আরও বলেন-

  إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا

  নিশ্চয় আমার নিকট আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড। কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সুরা মুজাম্মিল ১২-১৩)

  যখন জাহান্নামীরা কাঁটাদার বস্তু খাওয়ার চেষ্টা করবে তখন কাঁটার আঘাতে তাদের মুখ ছিলে যাবে। এ কাটা তাদের গলার ভেতর আটকে যাবে। ভেতরেও ঢুকবে না আবার বেরও হবে না। এ অবস্থায় তাদের শরীর ও হাত পা শিকল দিয়ে বাধা থাকবে।

- **জাক্কুম**

  জাক্কুম জাহান্নামের প্রসিদ্ধ একটি বৃক্ষ। যার আলোচনা কুরআনের বহু জায়গায় আছে। জাক্কুম এক প্রকারের নিকৃষ্ট ফল যা জাহান্নামের গভীরে উৎপন্ন হবে। এই গাছের ফল অত্যন্ত বিরক্তকর জাহান্নামীরা অপছন্দ সত্ত্বেও এ ফল ভক্ষণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۝
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝
ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ۝

"নিশ্চয় জাক্কুম গাছ পাপীর খাদ্য হবে। গলিত তামার মতো পেটে ফুটতে থাকবে যেরকম ফুটে পানি। একে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যেখানে তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। স্বাদ গ্রহণ করো। তুমিতো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (সুরা দুখান ৪৩-৫০)

মহান আল্লাহ পাপীদের দুনিয়াতে ধমক দিয়ে বলেছেন-

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝

"হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারী তোমরা অবশ্যই আহার করবে জাক্কুম গাছ থেকে। (সুরা ওয়াকিয়া ৫১,৫২)
মহান আল্লাহ আরও বলেন-

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝
فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

"এটি একটি গাছ যা উৎপন্ন হয় জাহান্নামের মুলে। এর গুচ্ছ শয়তানের মাথার মতো। কাফেররা এ থেকে খাবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (সুরা সাফফাত ৬৪-৬৬)
"জাক্কুমের ফল ও তার আকৃতি দেখতে শয়তানের মাথার মতো।"

যাক্কুমের ভয়াবহতা বোঝাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমন ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সুরা আল ইমরান ১০২)
তিনি আরো বলেন-

"যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। যদি যাক্কুমের এক ফোঁটা দুনিয়ার সাগরগুলোতে ফেলা হয় তা হলো সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে"

অন্য বর্ননায় আছে,

"দুনিয়াবাসীদের সমস্ত জীবনোপকরণ তিতা বানিয়ে দিতো তাহলে এই যাক্কুম যার আহার হবে, তার অবস্থা কেমন হবে? (মুসতাদারাক আলাম সহিহাইন হাদিস নং০৩১৫৮)

❖ <u>জাহান্নামীদের পোশাক ও বিছানাপত্র</u>

জাহান্নামীরা পোশাক পড়বে, আহার ও পান করবে। তাদের বিছানা ও লেপের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু এসব সব কিছুই হবে আগুনের। সুতরাং এগুলো সবই আযাব ও শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেছেন-

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

"অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর পানি ঢেলে দেওয়া হবে।" (সুরা হজ্জ ১৯)

জাহান্নামীদের দেহের মাপ অনুসারে পোশাক তৈরী করে পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের মাথার উপর ঢালা হবে তীব্র গরম পানি। আগুনের এ তীব্রতায় তাদের চেহারা ও দেহ ঝলসে যাবে এবং নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

- **জাহান্নামীদের বিছানা ও চাদর**

  জাহান্নামীদের নিচেও থাকবে আগুন আর উপরেও থাকবে আগুন। মহান আল্লাহ বলেন-

  لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

  “তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে।” (সুরা যুমার ১৬)

  সুতরাং জাহান্নামীদের উপর স্তরে স্তরে আগুন থাকবে। এ স্তরে স্তরে দেখতে মনে হবে মেঘমালার মত।

- **কোন নিদ্রা নেই**

  জান্নাতে যেমন কোনো ঘুম নেই, জাহান্নামেও কোনো ঘুম নেই। যার শোয়ার কোন জায়গা নেই এবং যার অশ্রুজল কখনো শুকায় না। তার কি ঘুমের চিন্তা হবে?

  হে ফজরের সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকেরা জাহান্নামে কোন ঘুম নেই।

  আল্লাহ তায়ালা বলেন-

  لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

  “তাদের শয্যা থাকবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং ওপর থেকে থাকবে আচ্ছাদন।” (সুরা আরাফ ৪১)

  অর্থাৎ বিছানা ও লেপ সবই আগুনের হবে।

  জাহান্নামীদের ঘুম আসবে কীভাবে সেখানে তাদের বিছানা, পোশাক সবই হবে আগুনের।

  ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন জাহান্নামীদের পোসাক পরিধান করানো হবে। তবে তাদের উলঙ্গ থাকাই ভালো ছিলো। তাদের জীবন দান করা হবে অথচ তাদের মৃত্যুই তাদের জন্য ভালো ছিলো। (হিলইয়াতুল আওলিয়া ৭/৭১)

  একারনেই আতা আস সুলামি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কারো সামনে আগুন জ্বালিয়ে বলা হয় যে ব্যাক্তি আগুনে প্রবেশ করবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তো আমাকে যদি একথা বলা হয় তাহলে আমার আকাঙ্খা হয় যে তাতে পতিত হওয়ার আগেই আনন্দে অতিশয্যে আমার প্রাণ বের হয়ে যেত। (আত তাখবিন নিনান নার ৯৮ নং পৃষ্ঠা)

❖ <u>জাহান্নামীদের শাস্তি</u>

জাহান্নামে অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। যাতে তারা অধিক পরিমান দগ্ধ হয়।

- **হাতুড়ির আঘাত**

  মহান আল্লাহ বলেন-

  هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ○

  يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ○ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

"অতএব যারা কাফের তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি।" (সুরা হজ্জ ১৯-২১)

কাফেরদেরকে লোহার গরম লাঠি আর হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে।

- **চামড়া বদলে নতুন চামড়া দেওয়া হবে**

আগুন জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসে দেবে। শাস্তি অনুভবের স্থান হচ্ছে চামড়া। তাই আল্লাহ তাদের ঝলসিত চামড়ার বদলে নতুন চামড়া দেবেন। যাতে নতুন করে আবার দগ্ধ হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহে অস্বীকার করেছে অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো আগুনে। যখন তাদের চামড়া গুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সুরা নিসা-৫৬)

এ আয়াতে কুরআনের অলৌকিক জ্ঞান সমূহের মধ্যে একটি বলে গন্য করা হয়। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, চামড়া হলো এমন এক অঙ্গ, যা যন্ত্রনা অনুভবের কাজে নিয়োজিত। কারণ এটি স্নায়ুর কোষ প্রান্তে এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের সম্মুখভাগে অবস্থিত। যখন চামড়ার বহির্ভাগের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে এর ভেতরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সম্মুখভাগ ও কার্যকারিতা হারাবে। এদিক বর্ণনায় কুরআনে চামড়াকে শাস্তি দেওয়া অর্থহীন তাই মহান আল্লাহ তার পুড়ে যাওয়া চামড়াকে নতুন চামড়ায় পরিবর্তন করে দেবেন। যাতে করে তারা যন্ত্রনা অনুভব করতে পারে।

- **শিকল ও বেড়ি পরিয়ে টানা হেঁচড়া**

মহান আল্লাহ বলেন-

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ○ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

"যখন তাদের গলায় শিকল ও বেড়ি পরবে। টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। এরপর জ্বালানো হবে আগুন। (সুরা গাফের ৭১,৭২)

তিনি আরও বলেন-

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ○ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

"নিশ্চয় অপরাধীরা গুমরাহ ও বিকারগ্রস্থ। যেদিন তাদেরকে পতিত মুখে টেনে নেওয়া হবে দোযখে। বলা হবে আস্বাদন কর আগুনের পরশ।" (সুরা ক্বমার ৪৭-৪৮)

- **উপুড় করে হিঁচড়ে জাহান্নামে টেনে আনা**

জাহান্নামীদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিসমূহের একটি হলো তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নেওয়া হবে।

মহান আল্লাহ বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ○ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ○ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

“তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ করনি যারা আল্লাহর নির্দেশনাবলি সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে? তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? যারা কিতাব এবং আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি তা অস্বীকার করে অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। (সুরা গাফের ৬৯-৭২)

- **মুখমন্ডলে আগুনের তাপ দেওয়া**

মানুষের সবচেয়ে সম্মানের হলো মুখমন্ডল। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মুখমন্ডলে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু জাহান্নামীদের লাঞ্চনার বিষয় হচ্ছে এই যে আগুনের শিখা পৌছানোর আগেই আগুনের তাপ তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং ঝলসে দেবে। মহান আল্লাহ বলেন-

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

আগুন আদের মুখমন্ডল ঝলসে দেবে। (সুরা মুমিনুন-১০৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“আর যারা মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাদের উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যে আমল করেছ তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হলো। (সুরা নামল-৯০)

আল্লাহ আরো বলেন-

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ

“তাদর পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে। (সুরা ইবরাহীম-৫০)

আল্লাহ আরো বলেন-

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

“যে ব্যাক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল কঠিন আযাবে ঠেকাতে চাইবে সে কি তার মত যে শাস্তি থেকে নিরাপদ) আর যালিমদেরকে বলা হবে তোমরা যা অর্জন করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।” (সুরা যুমার -২৪)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى
وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

এসবকিছু সত্ত্বেও তাদেরকে কিয়ামতের দিন উপুড় করে অন্ধ, মৃক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। (সুরা ইসরা-৯৭)

- **দোযখের চুড়ায় আহরোন ও সেখান থেকে পতন**

জাহান্নামে কাফেরদেরকে আগুনের পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে বাধ্য করা হবে। চূড়ায় ওঠার পর সেখান থেকে তাদের ফেলে দেওয়া হবে। তখন তারা পড়তে পড়তে জাহান্নামের গভীরে পৌছে যাবে। এটা এক প্রকারের শাস্তি।

মহান আল্লাহ বলেন-

سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا

শীঘ্রই আমি তাকে উঠাবো শাস্তির পাহাড়ে। অর্থাৎ তাকে দিব বিপদের উপর বিপদ।(সুরা মুদ্দাসির-১৭)

- **মুখমন্ডল কালো করে দেওয়া হবে**

আখেরাতে মহান আল্লাহ জাহান্নামীদের মুখমন্ডল কালো করে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

"সেদিন কতক চেহারা সাদা হবে এবং কতক চেহারা কালো হবে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি ইমান আনার পর কুফুরি করেছিলে? সুতরাং তোমরা আযাব আস্বাদন কর। কারণ তোমরা কুফুরী করতে। (সুরা আল ইমরান-১০৬)

তাদের মুখমন্ডল এমন ভাবে কালো হবে যে, মনে হবে রাতের যাবতীয় অন্ধকার তাদের মুখমন্ডলের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ
وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আর যারা মন্দ উপার্জন করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরুপ আর লঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। যেন অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে তাদের চেহারা গুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারাই আগুনের অধীবাসী, তারা তাতে স্থায়ী হবে। (সুরা ইউনুস-২৭)

- **আগুন তাদের অন্তরেও প্রবেশ করবে**

জাহান্নামের জাহান্নামীদের দেহ বিরাটাকার ধারন করবে এরপর আগুন তাদের দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করবে এমনকি আগুন তাদের অন্তরও ভষ্ম করবে।

মহান আল্লাহ বলেন-

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝

"কখনো নয় অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় আর কিসে তোমাকে জানাবে হুতামা কি? আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন। যা হৃদপিন্ড পর্যন্ত পৌছে যাবে।(সুরা হুমাযা ৪-৭)

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ

"অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো। কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কি? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে।" (সুরা মুদ্দাসির ২৬-২৯)

অর্থাৎ আগুন তার হাড্ডি, মাংস, মগজ সব খাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا
فيها أبدا، ومن شرب سمّا فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

“যে ব্যাক্তি কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষপান করতে থাকবে। এভাবে তথায় সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যাক্তি নিজে পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে। সে ব্যাক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে জাহান্নামের আগুনে পড়তে থাকবে। এভাবে সে ব্যাক্তি তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। ...... (মুসলিম হাদীস নং-১০৯)

- **জাহান্নামে নাড়িভুঁড়ি**

  এ শাস্তি ঐ ব্যাক্তির জন্য নির্ধারিত, যে লোক দেখানো ও সুনামের উদ্দেশ্যে মানুষকে সৎকাজের উপদেশ করে। কিন্তু সেই সৎকাজ নিজে করে না। মানুষকে যে অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, তাদের কাছে নিজের তাকওয়া ও পরহেজগারী প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু নিজে অসৎকাজ নির্দ্বিধায় করতে থাকে। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

  ويؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور
  الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف،
  وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه.

  “কিয়ামতের দিন এক ব্যাক্তিকে উপস্থিত করা হবে। এরপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। সেখানে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। সে সেগুলোর চারপাশে ঘুরবে, যেমন গাধা পেষনযন্ত্রের চারদিকে ঘোরে। জাহান্নামের লোকজন তার কাছে একত্রিত হবে তারা বলবে, হে অমুক তোমার কি হয়েছে? তুমি কি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে না? সে তখন বলবে হ্যাঁ আমি সৎকাজের আদেশ করতাম কিন্তু তা করতাম না। আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না। (মুসলিম হাদীস নং ২৯৮৯/৫১)

- **জাহান্নামীদের চিৎকার ও প্রার্থনা**

  জাহাহন্নামীদের চিৎকার ও আর্তনাদ বিকট হবে। তারা এই আশায় আল্লাহকে ডাকবে যে আল্লাহ হয়তো আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

  وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم
  مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

  আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে হে আমাদের রব; আমাদের বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করবো। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদের এতাটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে করতে চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিলো। কাজেই তোমরা আযাব আস্বাদন কর, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সুরা ফাতির-৩৭)

- **জাহান্নামীদের স্বীকারোক্তি**

  শাস্তি দেখে জাহান্নামীরা তাদের ভ্রষ্টতা ও কুফরের কথা স্বীকার করবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য। (সুরা মুলক ১০,১১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ○ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

"তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য বিজয়ী হয়েছে; আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্পদায়। হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন। আমরা যদি আবার এমন করি, তাহলে আমরা অবশ্যই যালেম হবো। (সুরা মুমিনুনঃ ১০৬,১০৭)

কিন্তু কোথায় তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে। বরং তাদের বলা হবে-

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

"তোমরা ধিকৃত হয়ে এখানেই পড়ে থাক, আমার সাথে কথা বলো না। (সুরা মুমিনুন-১০৮)

- **আত্মার শাস্তি সমুহ**

জাহান্নামীদের শারীরিক নয় মানসিক ভাবেও অনেক শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের অনুশোচনার শেষ থাকবে না। হাদিসে রয়েছে-

كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أنّ الله هداني. قال: فيكون له شكرا

"আর প্রতেক জাহান্নামী জান্নাতে তার স্থানটি দেখে বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দিতেন (তাহলে এটি আমার স্থান হতো) ফলে এটি তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। আর প্রত্যেক জান্নাতি জাহান্নামে তার অবস্থান দেখতে পেয়ে বলবে, "হায় যাদ আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিদায়েত না দিতেন (তাহলে এটিই আমার স্থান হতো) ফলে এটি তার আল্লাহর শোকরের অন্তর্ভূক্ত হবে। (মুসনাদু আহমদ ১০৬৫২)

এই অনুশোচনা হলো সবচেয়ে বড় বিপদ। এই সময় বান্দা নিজেকে প্রচন্ডরুপে ঘৃনা করবে। নিজের প্রতি নিজে শত্রুতা করবে। অথচ সে তো তখন কবরজগতে।

আমাদের রব বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

"যারা কাফির, তাদের উচ্চস্বরে বলা হবে। তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজাকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদের ইমান আনতে বলা হয়েছিল, তখন তোমরা কুফুরি করেছিলে" (সুরা গাফির ৪০:১০)

আয়াতে উল্লেখিত ‘ক্ষোভ’ হলো অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের সর্বোচ্চ পর্যায়। আখিরাতে এটি হলো সবচেয়ে কঠিন ও যন্তনাদায়ক শাস্তি। হয়তো জাহান্নামীরা পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করবে কিংবা নিজেই নিজের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করবে। আর এ আয়াতে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রনাদায়ক হলো ফেরেশতা বা মুমিনদের এ আহবান তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষোভ অধিক ছিলো।

- **জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে জাহান্নামীদের প্রার্থনা**

যখন জাহান্নামীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে শস্তি কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে। তখন তারা জাহান্নামীদের প্রহরীদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চাইবে। সুপারিশ করার জন্য জাহান্নামীরা প্রহরীদেরকে অনুরোধ করবে, যেন আল্লাহ তাদের শাস্তি হালকা করে দেন।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

“আর যারা আগুনে থাকবে তারা আগুনের দারোয়ানদেরকে বলবে, তোমাদের রব কে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন। তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমানসহ তোমাদের রাসুলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই। দারোয়ানরা বলবে, তবে তোমরাই দো’আ করো আর কাফেরদের দো’আ কেবল নিস্ফলই হয়।” (সুরা গাফের ৪৯,৫০)

- **জাহান্নামীদের মৃত্যু কামনা**

যখন জাহান্নামীরা শাস্তি কমার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে, তখন তারা শাস্তি থেকে নিস্কৃতির জন্য মৃত্যু কামনা করবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। এটা কতই না মুর্খের কাজ যে মৃত্যু পরবর্তী আখেরাতই তাদেরকে শাস্তি ভোগ করাচ্ছে অথচ তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যু কামনা করছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

“আর চিৎকার করে বলবে, হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদের শেষ করে দেন। সে বলবে নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী। (সুরা যুখরুফ ৭৭)

তাদের কে বলা হবে

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমরা আগুনে প্রবেশ কর, তারপর তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করো না করো উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের তো কেবল তোমাদের আমলের প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে। (সুরা তুর-১৬)

- **সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ**

তাদেরকে এমন এক সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নড়াচড়া করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলেন-

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۝ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا
لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

"আগ্নি যখন দুর থেকে তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে বলা হবে, তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাক। (সুরা ফুরকান ১২-১৪)

অর্থাৎ জাহান্নামের কোন এক সংকীর্ণ স্থানে যখন তাদের নিক্ষেপ করা হবে এবং হাতগুলো গলার সাথে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে তখন তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করবে। একবার নয় বার বার মৃত্যু কামনা কর। তোমরা এ শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না।

- **জাহান্নামীদের ক্রন্দন ও চিৎকার**

  মহান আল্লাহ বলেন-

لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ

(বলা হবে) আজ চিৎকার করো না আমার কাছ থেকে তোমরা সাহায্য পাবে না। (সুরা আল মুমিনুন-৬৫)

জাহান্নামীরা জাহান্নামে কান্নাকাটি, তীব্র চিৎকার করতে থাকবে।

❖ **জাহান্নামীদের হাতুরি শৃঙ্খল ও বেড়ি সমুহ**

আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فأجمع أهل الأرض، ما أقلوه من الأرض

"জাহান্নামে লোহার একটি হাতুড়িও যদি ভূপৃষ্ঠে রাখা হয়, অতপর তা উত্তোলনের জন্য ভুপৃষ্ঠের সকলেই যদি সমবেত হয়, তবু তারা সকলে মিলে সেই লৌহকাস্ট জমিন থেকে উত্তোলন করতে সক্ষম হবে না। (আল মুসনাদম ইমাম আহমাদ ৩/২৯)

- **আগুনের শিকলে জাহান্নামীদের বাধা হবে**

  আল্লাহ তায়ালার বানী-

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

"এমন এক শিকলে (বাধা হবে) যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত। (সুরা হাক্কাহ-৩২)

নাউফ রাহিমাহুল্লাহ- প্রতি হাতের মাপ হবে সত্তর গজ প্রসারিত দুই বাহুর পরিমান হবে সত্তর বাহু পরিমান: প্রতি বাহুর মধ্যবর্তী স্থানের দৈঘ্য হবে তোমার ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানতুল্য। বর্ণনাকারী সেদিন কুফার মসজিদে ছিলেন। আল্লাহ বলেন-

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ

"যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি আর শিকল তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সুরা আর মু'মিন-৭১)

আবু ইমরান আল জুইনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ। তা হবে এমন শিকল (ও হাতকড়া) যা কখনো খোলা হবে না। সর্বদা জাহান্নামীদেরকে পরিধান করিয়ে রাখা হবে। (হিলইয়াতুল আওলিয়া। ২/৩১০)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

"তাদের জন্য রয়েছে লোহার হাতুড়ি" (সুরা হজ্ব-২১)

সেই হাতুড়ি (জাহান্নামীদের দায়িত্বে) নিয়োজিত ফেরেশতাবৃন্দের হতে। জাহান্নামীগন আগুনে দগ্ধিত হবে শাস্তির এক পর্যায়ে তখন তারা আগুনের উপরিভাগে পৌছাবে সেখানে তাদেরকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে। ফলে তারা সত্তর বছর দুরত্বে (জাহান্নামের গভীর গর্তে) নিপাতিত হবে। এজন্যই (কুরআনে) হাবিয়া নামে তার নামকরণ করা হয়েছে। কেননা সেখানে তারা এক মুহুর্তের জন্যও আযাব থেকে নিস্কৃতি পাবে না। আর যখন তারা এর নিম্নস্তরে পৌছাবে, তখন জাহান্নামের অগ্নিশিখার দীর্ঘশ্বাস তাদেরকে প্রহার করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

"তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে (তখনই তাদরেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (সুরা হজ্ব-২২)

সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা সূত্রে পৌছেছে যে, তা তাদের পশ্চাদ্ভাগে প্রবেশ করানো হবে, অবশেষে তা মুখ দিয়ে বের হবে। (তাফসিরে রুহুল মাআনি-২/৮৫)

❖ <u>জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুর আলোচনা</u>

হারিস ইবনু জাযয়িন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إن في النار لحيات كأعناق البخت، تلسع أحدهم اللسعة فيجد موتها أربعين خريفا. وإن
في النار لعقارب كالبغال المؤكفة تلسع أحدهم اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة

জাহান্নামে খুরসানী উটের গ্রীবার ন্যায় অনেক সাপ রয়েছে। এই সাপ কাউকে একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষ ক্রিয়ায় ভুগতে হবে। জাহান্নামে খচ্চরের গদির ন্যায় অনেক বিচ্ছুও রয়েছে। এই বিচ্ছু কাউকে একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষক্রিয়ায় ভুগতে হবে। (আল মুসনাদ, আমাম আহমাদ-৪/১৯১)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনুল কারিমের এ আয়াত ব্যাপারে বলেন-

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

"আমি তাদের আযাবের উপর শুধু আযাব বৃদ্ধি করবো। (সুরা নাহল-৮৮)

যে-সেখানে অনেক বিচ্ছুও থাকবে যাদের নখগুলো হবে খেজুর বৃক্ষের দৈর্ঘ্যতার ন্যায়। (তাফসীরে তাবারি-৮/১২৯)

- **যাদের আযাব সবচেয়ে বেশি হবে**

একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মজলিসে আগত লোকদের প্রশ্ন করলেন আচ্ছা বলতো জাহান্নামে কোন শ্রেনী লোকদের শাস্তি সবচেয়ে বেশি কঠিন হবে?

মজলিসে এক লোক বললো- মুনাফিকদের। ঐ ব্যাক্তির কথা শুনে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- তুমি সঠিক বলেছো। আচ্ছা তুমি কি তাদের শাস্তির ধরন সম্পর্কে অবগত আছো?

লোকটি বলল জ্বী না, তখন তিনি বললেন- তাদরেকে লোহার বাক্সে রেখে চারদিক থেকে সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারপর জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে বর্শার ফলা অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতম স্থানে তাদেরকে রাখা হবে। পরিভাষায় একে জুব্বুল হুজুন বলা হয়। এক শ্রেণীর লোকেরা বিশেষ কৃতকর্মের ফলাফল হিসেবে এ শাস্তি

ভোগ করবে। (এক জায়গায় বর্ণিত আছে যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল ও কুরআন অধ্যায়ন করে থাকে।)

জাহান্নামের এতো এতো আযাবের ভয়াবহতা শুনে আমাদের আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা উচিৎ কারণ জাহাননআমী হাজার বার দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ চাইলেও ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া হবে না। কিছুকাল বা মূহুর্তের অবকাশ চাইলেও তাদের দেওয়া হবে না। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- (জাহান্নামের চিন্তা ফিকির করা আবশ্যক।) কেননা জাহান্নামের চিন্তা ফিকির মানুষকে নিগুঢ় আনুগথ্যের দিকে নিয়ে যায়।

❖ <u>সালাফদের কান্না</u>

আব্দুর রহমান ইয়াযিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইয়াযিদ ইবনু মারসাদ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেসা করলাম, আমি আপনাকে অশ্রুহীন কখনো দেখি না কেন? তিনি বললেন এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আমি বললাম হয়ত আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা আমাকে উপকৃত করবেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন, হে ভাই আমার। আল্লাহ তাআলা তো আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই তিনি আমাকে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহর কসম। যদি তিনি আমাকে গোসলখানায়ও আটক করার ভয় দেখানে তবুও আমার চোখ না শুকানের যথোপযুক্ত ছিল। (আর-রিক্কহ ওয়াল বুকা: ২৪৬)

❖ <u>সালাফদের রাত্রিগুলো</u>

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ ইবনু জাবের রাহিমাহুল্লাহ বলেন- আতা আল খুরাসানি রাহিমাহুল্লাহ অনেক রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। রাত যখন এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধ হত, তখন তিনি তাবু থেকে আমাদের ডাকতেন। মরমীয় আওয়াজে বলতেন হে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ ইয়াজিদ ইবনু ইয়াযিদ। হিশাম ইবনুল গাজ হে অমুক হে অমুক। তোমরা ওঠো। অজু করে রবের কদমে সিজদা করো। তোমার এই সিয়াম এবং এই কিয়ামে মহান রবের নিকট সেদিন অনেক উপকারে আসবে। মনে রোখো, সেদিনের পানীয় হিসেবে পুঁজ ও লৌহদ্রব্য দিয়ে কর্তত হওয়ার চেয়ে তোমাদের এই দিনের কিয়াম এই দিনের সিয়াম অধিকতর সহজ। ভাই আমার নিজেকে প্রস্তুত করো, দ্রুত নিজেকে পরকালোর জন্য প্রস্তুত করো, দ্রুত নিজেকে প্রস্তুত করো। এরপরে তিনি সালাতে আবার মনোনিবেশ করতেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৫/১৯৩)

দুনিয়ার সামান্য আগুন কতটা কঠিন আর আখিরাতের আগুন কতটা তীব্র হবে।

উসমান ইবনু আব্দিল হামিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন জিরান নামক স্থানে এক যুদ্ধে আগুন প্রজ্জলিত হয়। তিনি তা নিভানোর জন্য গেলে তাঁর কোন এক আঙ্গুলে আগুনের ফুলকি পতিত হয়। তিনি সে আঙ্গুলকে লক্ষ্য করে) বললেন তুমি কি দেখেছো দুনিয়োর এই সামান্য আগুন কতটা কষ্ট দিয়েছে (এবার চিন্তা করে দেখো, আখিরাতের আগুন কত কঠিন হবে) আল্লাহ শপথ তিনি আমাকে কখনো হাসতে দেখবেন না, যতক্ষণ না আমি জানবো তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন কিনা।

❖ <u>হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর নসিহা</u>

মুবারক ইবনু ফুদালা রাহিমাহুল্লাহ বলেন আমি হাসান কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন হে আদম সন্তান বিচক্ষনতায় নিজেকে প্রস্তুত করো কেননা একবার জাহান্নামে প্রবেশ করার ক্ষতিপুরণ কখনো পোষানো যাবে না। (এবং এর লাঞ্ছনাও কখনো দুরীভুত হবে না)

❖ <u>সালাফদের দুনিয়া বিমুখিতা</u>

হাসান ইবনু হিসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন খালেদ ইবনু আব্দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বনু কাজারা গোত্রের একজন বৃদ্ধকে এক হাজারের মত (স্বর্ণমুদ্রা) গ্রহণ করার জন্য আদেশ করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, জাহান্নামের ভয় আমার ভেতর থেকে দুনিয়ার সুখ সাচ্ছন্দ সরিয়ে দিয়েছে। লোকালয়ের মানুষরা যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তিনি রাত জেগে জাহান্নামকে স্মরণ করে কাঁদতেন আর জোরে জোরে বলতেন, (আন নার, আন নার, আন নার) জাহান্নাম আগুন আগুন বলে চিৎকার করতেন।

❖ <u>সালাফদের সতর্কতা</u>

আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিজ্ঞাজনরা বলতেন, তুমি তোমার পূর্ববর্তী গুনাহগুলো স্মরণ করে কাদো এবং বলো জাহান্নাম থেকে (মুক্তিদানকারী) হে সাহায্যকারী আল্লাহ।

এখানে ফরিয়াদের মাধ্যমে তুমি উপকৃত হবে আর এটাই তোমার জন্য অধিকতর উপযোগী। বিশেষত যখন তুমি তওবার অনুগামী হবে ও গুনাহ বর্জন করবে।

মনে রেখ জাহান্নামে তোমার ফরিয়াদ কোন কাজে আসবে না।

হে সাহায্য প্রার্থী। তুমি কি জানো না! মদ পানকারীর তৃষ্ণা নিবারণ করা হবে ফুটন্ত পানি দিয়ে যার ফলে নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

মনে রেখ, অহংকারী ব্যাক্তিকে আলকাতরা মিশ্রিত পশুর চামড়ার বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আর গীবত বা পরনিন্দা কারীর শরীর থেকে রক্ত এবং পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা নিষিদ্ধ, অশ্লীল বিষয় শ্রবণ করে তাদের কানের মধ্যে সীসা ঢেলে দেয়া হবে।

মনে রেখো পাপীদের বন্ধু শয়তান। যে কখনো সে ব্যাক্তি থেকে পৃথক হয় না। নাফরমানে নিমজ্জিত ব্যাক্তি যে ব্যাক্তি কখনো সে ব্যাক্তি থেকে পৃথক হয় না। নাফরমানে নিমজ্জিত ব্যাক্তি প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই ধাবমান।

মনে রেখ ওজনে কমদাতাগণ সেখানে যুগযুগ নিজেদের জন্য ধ্বংস বলে চিৎকার করতে থাকবে আর আত্মহত্যাকারী! যা তার জন্য হারাম ছিলো। এর ভয়াবহতা (সেখানে যা তার দিকে ধেয়ে আসবে) এ সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না। তার শাস্তি কতইনা ভয়াবহ হবে।

ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারী প্রকৃত পক্ষে জাহান্নামের অগ্নি ভক্ষণকারী, সে দন্ডিত হবে যন্ত্রনাদায়ক আযাবে।

পিতামাতার অবাধ্য সন্তান জাহান্নামের একটি স্তরে থাকবে । আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

যে ব্যাক্তির নিজস্ব মালের যাকাত আদায় করে না। জাহান্নামে তার দুরাবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। যারা নিজেদের জন্য ধ্বংস আর মৃত্যুকে ডাকবে। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তাদের কপালে পার্শ্বে এবং পিঠে তা দ্বারা সেক দেওয়া হবে। এ ক্ষুদ্রতর বর্ণনা তোমার রবের অবাধ্যতা বারণ করার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

❖ <u>জাহান্নামীদের ঝগড়া বিবাদ</u>

অবাধ্যতা ও অন্যায়, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের উপর যেসব বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, কিয়ামতের দিন তা শত্রুতা, বঞ্চনা শোক ও বেদনায় পরিনত হবে। দুনিয়াতে তারা পরস্পরে যে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিয়ামতের দিন তা শত্রুতে পরিনত হবে।

❖ <u>অবাধ্য পাপীরা অভিসম্পাত করবে</u>

মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

"এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং তোমরা এক অপরকে অভিসম্পাত করবে। তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।" (সুরা আনকাবুত-২৫)

হ্যাঁ আখিরাতে তারা একে অপরকে অভিসম্পাত করবে। অপরাধী যখন তার দুনিয়ায় পাপের সাথীকে দেখবে তখন মনে পড়ে যাবে যে, এই বন্ধু তাকে তাকে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘন করার জন্য উৎসাহ দিত। এজন্য তাকে অভিসম্পাত করবে এবং গালিগালাজ করবে। বন্ধুও তাকে একই রকম উত্তর করে অভিসম্পাত ও গালি গালাজ করবে।

❖ **<u>নেতৃবর্গ ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ</u>**

মহান আল্লাহ বলেন

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

“আর জাহান্নামে তার যখন বানানুবাদে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা, যারা অহংকার করেছিলো তাদেরকে বলবে আমরা তো তোমাদের অনুসারি ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে কিয়দংশ আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন। (সুরা গাফের ৪৭-৪৮)

আল্লাহ আরও বলেন-

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

“যেদিন তাদের চেহারা গুলো আগুনে উপুড় করে দেওয়া হবে, তারা বলবে. হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসুলের আনুগত্য করতাম! তারা আরও বলবে হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো, হে আমাদের রব আপনি তাদেরকে দ্বিগুন আযাব দিন। (সুরা আহযাব ৬৬-৬৮)

অনুসারিরা তাদের নেতাদেরকে গালিগালাজ করবে এবং অভিসম্পাত করবে। কিন্তু তাদের এ অনুতাপ ও অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহর সন্তিষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিনত হবে।

❖ **<u>সর্ব শেষ কিছু কথা</u>**

জাহান্নামের ভয়াবহতা ও তার আযাবের ভয়াবহতা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি করতে হবে। আর জাহান্নামের ভয়ের মাধ্যমেই আল্লাহর তা’আলার ভয় সৃষ্টি হবে। আর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের জাহান্নামের ভয় দেখান। জাহান্নামের মাধ্যমে বান্দারা আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাআলা এটি পছন্দ করেন। জাহান্নামের ভয় আমাদের দুনিয়ার মোহ কমাতে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ। নিজের নফসের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে ইমানি জাগরণ তৈরিতে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ।

নামঃ ফারহানা জান্নাত

রোলঃ ১৯০২০৮৩২০১

ফোন নম্বরঃ ০১৭২৫৩১৯২৯১